দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...03 DEC.1995 পৃষ্ঠা ...৮ কলাম ...৯

পাবলিক পরীক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে

নীল কমল বিশ্বাস

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে সরকারের একটি সিদ্ধান্ত বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এ বছরের মাঝামাঝিতে। এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বর বা মেধার ভিত্তিতে ভর্তির কথা বলা হয়েছিল ঐ সিদ্ধান্তে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মানছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয়োজনে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে ইতোমধ্যেই। সরকারী-বেসরকারী কলেজগুলোতে অবশ্য ঐ নির্দেশ মানা হচ্ছে। তাতে কোন কোন কলেজ-প্রশাসনকে পড়তে হচ্ছে নানা রকম দুর্বিপাকে। বিপাকটা মূলত সরকারী দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সৃষ্ট অবৈধ প্রেসার। এ সম্পর্কিত বেশ কিছু খবর পত্রিপত্রিকায় এসেছে। ভর্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের খবর পুরনো না হতেই পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসি ও এইচএসসি) ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের খবর এসেছে পত্রিকায়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে আগামী এসএসসি ও এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষা সমূহে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পাবলিক পরীক্ষা সংস্কারের এমন উদ্যোগ গ্রহণের কারণ পরীক্ষায় নকল, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, ৪ বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের একই মানে মেধা যাচাই বৈষম্য বিলোপ এবং শহর ও মফস্বলের পরীক্ষার মানে সমতা স্থাপন।

পাবলিক পরীক্ষায় মফস্বলের কেন্দ্রগুলোতে নকল গণহারেই হয়, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি হয়—এই সত্যটুকু আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথম স্বীকার করা হলো সরকারের পক্ষ থেকে। পরীক্ষায় নকল ও অন্যান্য দুর্নীতি রোধে ইতোপূর্বেও নানা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে নকলকারীকে বহিষ্কার, নকল সরবরাহকারীকে শাস্তি প্রদান, কোন শিক্ষককে তার কলেজের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে পরিদর্শক নিযুক্ত না করা ইত্যাদি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সকল আয়োজন। সকল আইন উপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীরা নকল করছে, নকল সরবরাহকারীরা নকল সবরাহ করছে। পরীক্ষার্থীরা বহিষ্কৃত হচ্ছে। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছেন শিক্ষকগণ। নকলের দাবিতে মিছিল হচ্ছে, বোমা ফাটাফাটি হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট আহত হচ্ছেন, প্রহৃত হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন। মফস্বলের পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এক কথায় বলতে হয়, পরিস্থিতি গুরুতর। এমন গণহারে নকলের ফলে শিক্ষার মান লজ্জাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পাবলিক পরীক্ষা সংস্কারের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। পরীক্ষা কক্ষে এই যে গণহারের নকল, এর জন্য দায়ী (১) রাজনৈতিক প্রভাব (২)
অধিকাংশ শিক্ষকদের অসততা।

নকলে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই বলতে হয়, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং সৎ বলাটা ঠিক হবে না। দেশ ও জাতির চেয়ে আপন স্বার্থ-চেতনাই এদের কাছে বড়। প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ এবং স্থানীয়ভাবে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে ছাত্র-তথা যুব সমাজই তাদের একমাত্র ভরসা ও হাতিয়ার। নেতারা আন্তরিকভাবে চাননা যে, আমাদের যুবসমাজ তথা ভবিষ্যত প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, জ্ঞানী হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। যে কারণে ছাত্র সমাজকে পরিকল্পিত উপায়ে নেতারা টেনে নিচ্ছেন ধ্বংসের পথে। লেখা পড়া ছাড়াই নকল করে পরীক্ষায় পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে, হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নেতারা ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করছেন নির্বাচনী কাজে। স্থানীয় প্রভাব বিস্তারের কাজে। ছাত্ররা মহা খুশিতে আটখানা হয়ে ছলে বলে নেতাদের বিজয় এনে দিচ্ছে, প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করছে। সেই সাহস ও অজুহাতেই ছাত্ররা বই ফেলে তুলে নিচ্ছে নকল। কে নকল প্রতিরোধ করবে,'নেতায় বলে দিয়েছেন, নকল চলবে'। মাছের পচন ধরে মাথা থেকে, নেতারাও জাতির 'পচন রোগ' ছড়িয়ে রেখেছেন আমাদের ছাত্র-সমাজের ভেতর।

কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ থাকে। কোন কলেজের ছাত্র সংসদ নকলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, এমন নজির নেই স্বাধীন বাংলাদেশে। বরং ছাত্র সংসদের ঘোষিত-অঘোষিত প্রধান কাজই হলো অবাধ নকলের সুবন্দোবস্ত করা। স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রেখে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনকেও নকলের পক্ষে রাখার দায়িত্ব ছাত্র সংসদের। নকলের সুযোগ সৃষ্টির সুবাদে ছাত্র সংসদের নেতারাও কামিয়ে নিচ্ছে। দু'চার পয়সা। কেন্দ্রে দু'একটা বিশেষ কক্ষও রিজার্ভ রাখতে হয়—যেখানে সংসদের নেতাদের অতি পেয়ারের পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষা দেবে ফ্রিস্টাইলে। মফস্বলে ঘটনা আরও মজার। যারা স্কুল-কলেজের ছাত্র নয়, স্থানীয় বেকার, শ্রমিক, নাম দস্তখত জানা চাইনিজ কুড়াল মার্কা মস্তান-বখাটে তারাও পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে নকলের অবাধ স্বাধীনতার দাবিতে শিক্ষকদের ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করে। শিক্ষকদেরকে থ্রেট্ করে। পরীক্ষা কক্ষে ঢুকে পরীক্ষার্থীদেকে নকলের ক্ষমতা দান করে—অভয়দান করে। একটা জাতির জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না।

এ ব্যাপারে সব সরকারের আমলেই সরকারী দলের সমর্থকদের বাড়াবাড়িটা মাত্রাতিরিক্ত। তাদের "সৈনিক" খেতাবধারী অসংখ্য সন্তান/সৈনিকের 'অপতৎপরতায় জাতি 'আজ ধ্বংসের শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা কক্ষে কোন নেতা কতটুকু নকলের সুযোগ দিতে পারেন, তার ওপর নির্ভর করছে তাদের কৃতিত্ব, বাহাদুরি কিংবা ব্যর্থতা।

দুঃখের বিষয়, আমাদের তরুণ ছাত্রসমাজ বুঝতে পারছে না যে, নেতারা ছাত্রদের ধ্বংস করে দিচ্ছে কিভাবে। ছাত্রসমাজ একবারও ভেবে দেখছে না যে, নেতাদের ছেলেমেয়েরা অন্যদেশে পড়াশুনা সেরে দেশে এসে অফিসের বড় কর্তা হচ্ছে। আর এদেশের শিক্ষাঙ্গনে মিছিলকারী ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে নেতাদের ছেলে-মেয়েদের গোলাম। নেতাদের ছেলে-মেয়েরা যে বয়সে দিব্যি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাবাণিজ্য চাকরিতে সেই বয়সে আমাদের ছাত্ররা সন্ত্রাস কবলিত শিক্ষাঙ্গনে 'সেশনজটের ফাঁসি' গলায় পরে নেতাদের 'আদর্শের চুইনগাম' চিবোচ্ছে হতাশ মনে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা তারুণ্য নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে 'সান্ত্বনার' একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে ফিরছে বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা দিয়ে, চুল দাঁড়ি পাকিয়ে। ততদিনে এই বোকা সন্তানদের চাকরির বয়স শেষ প্রায়। নেতারা অস্ত্রধারী ক্যাডারদের পোষেণ সন্ত্রাস চালিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার জন্য। আমাদের ছাত্রসমাজকে কৌশলে পঙ্গু করে দেবার জন্য। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে একটি দৈনিক জানিয়েছে, 'কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বর্তমানে অস্ত্রধারী ক্যাডার রয়েছে ২৪ জন।'

এখানে প্রশ্ন, জেনেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না কেন? রহস্যটা এখানেই। ঐ ক্যাডাররা বিশেষ বিশেষ মহল দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিপালিত। এদের প্রতিপালক গণের অবস্থান অনেক উপরে—পুলিশ কিংবা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঐ প্রতিপালকগণ পুলিশের বড় কর্তাদেরও প্রভু।

পরীক্ষায় নকল প্রসারে শিক্ষকগণের ভূমিকা ঐতিহাসিক। হালের অধিকাংশ শিক্ষকই আদর্শচ্যুত। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট থাকলেও শিক্ষকতা এদের কাছে কোন 'আদর্শ' নয়— 'চাকরি'। শিক্ষকতার সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে এবং স্বীকৃতি নিয়ে এরা চালাচ্ছেন অর্থোপার্জনের রমরমা ব্যবসা। এদের শারীরিক ওজনের চেয়ে নৈতিক অপরাধ প্রবণতার ওজন অনেক বেশি। এরা জ্ঞানপাপী। এদিক থেকে মফস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ অনেক এগিয়ে।

মফস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোর প্রধান আয়ের উৎস ছাত্র বেতন। যে স্কুল-কলেজ থেকে যত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাস করবে, তত বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে সেই প্রতিষ্ঠানে। যত বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে তত বেশি ইনকাম হবে শিক্ষকদের। লেখাপড়ার মান নয়— পাবলিক পরীক্ষাসমূহে পাসের হারের ওপর নির্ভর করে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সুনাম-দুর্নাম, আয়ের বাড়তি-কমতি। এমতাবস্থায় নকল প্রতিরোধের তো কোন প্রশ্নই আসে না, বরং ভাল ফল দেখানোর জন্যে নকলকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেন অধিকাংশ শিক্ষক। তারা পরীক্ষা কক্ষে উত্তরপত্র ও প্রশ্ন বিতরণ শেষে দরজা কিংবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখেন—উচ্চপদস্থ কোন সবকারী কর্মকর্তা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসছেন কি না। তেমন কেউ কেন্দ্রে ঢুকলে শিক্ষকগণই পরীক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করে দেন নানা সঙ্কেতে। শুধু এ-ই নয়, মফস্বলের অনেক কেন্দ্রেই কোন কোন শিক্ষক নিজেই ব্লাকবোর্ডে উত্তর লিখে দেন—এমনকি বই-এর পাতা, হাতে লেখা নকলের কপি পরীক্ষার্থীদেরকে সরবরাহ করেন অতি উৎসাহে। কোন কোন শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকেন নকল সরবাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তার শর্তে। মৌখিকভাবে উত্তর বলে দেয়া তো এদের কাছে গৌরবের বিষয়।

মফস্বলে যে সব বেসরকারী স্কুল-কলেজে পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র আছে এবং গণ নকলের সুযোগ আছে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। নকলের গ্যারান্টিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় ঐ সব প্রতিষ্ঠানে। সেখানে সারা বছর ছাত্রছাত্রী চোখে পড়বে না তেমন, কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। 'প্রবেশপত্র' বিতরণ ও 'পরীক্ষার ফরম ফিলাপ'-এর সময় ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নকল ও পাসের গ্যারান্টিতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করেন প্রতি বছর। শিক্ষকগণ এই অর্থের সিংহভাগ বণ্টন করে নেন নিজেদের মাঝে, বাকি অঙ্ক খরচ করেন পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেন্দ্রে আগত সরকারী কর্মকর্তাদের পিছনে। এই গণনকলের আশ্রয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখানো এবং অর্থোপার্জনের জন্য প্রতিটি বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে 'পরীক্ষা কেন্দ্র' স্থাপনে এত উৎসাহী।

মফস্বলের সরকারী স্কুল-কলেজে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে যে নকল, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি নেই—একথাও ঠিক নয়। সেসব কেন্দ্রে ওসব অপকর্মের মূল কারণ রাজনৈতিক প্রভাব ও সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা। একথা সত্য, প্রধান প্রধান শহরকেন্দ্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে (মফস্বলের তুলনায়) নকলের মাত্রা অনেক অনেক কম।

এইচএসসি পরীক্ষার তুলনায় এসসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করা অনেক সহজ। দুঃখের বিষয় ও নির্মম সত্য যে, মফস্বলের বেসরকারী স্কুলের ৯০% শিক্ষক-শিক্ষিকাই নকলের সুযোগ করে দেন নির্লজ্জভাবে। এই নির্লজ্জতার খেশারত দিতে হয় কলেজ শিক্ষকগণকে। এসএসসিতে স্টার নম্বর প্রাপ্তির ছড়াছড়ি—আর এইচএসসিতে ফেলের স্রোত। এসএসসি'র লাখ লাখ তারকাগণ এইচএসসিতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে কাঁদে। তাদের তারকাগুলো ফিরে যায় হারিয়ে যায় কোন এক অসীম আকাশে। ছিঃ! মাধ্যমিকে স্টার পেয়ে এইচএসসিতে ফেল! এসএসসিতে স্টার পাওয়া অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে আনকমন একটি রচনা এক-আধ পৃষ্ঠা সঠিক বাক্য বানান ভাষা রাতীতিতে লিখতে পারে না মাতৃভাষায়। এর দায় শিক্ষকদেরই। এসএসসি পর্যায়ের ৯০% শিক্ষক নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার বলেই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে নকল দেখতে, তাদের হাতে নকল তুলে দিতে, একের উত্তরপত্র দেখে দেখে অন্যকে উত্তর লেখার সুযোগ দিতে, উত্তর বলে দিতে বিবেক তাদেরকে দংশন করে না মুহূর্তের জন্যেও।

পাবলিক পরীক্ষাসমূহে মফস্বল এলাকার কেন্দ্রগুলোতে নকলসহ সকল প্রকার দুর্নীতি রোধকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয়। মূলত জাতিকে বাঁচাতে হলে আগামী দশ বছরের জন্য মফস্বলে পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নকলসহ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে (পরীক্ষা কেন্দ্রের) সকল দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। সেই সাথে এসএসসি পরীক্ষায় কক্ষ পরিদর্শক (ইনভিজিলেটর)-এর দায়িত্বে নিয়োগ করা উচিত কলেজ শিক্ষকগণকে। যদি এসসিসি'র সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ পথ অনুসরণ করা সম্ভব নাই হয়, অন্তত ইংরেজী ও অঙ্কসহ প্রধান ৩/৪টি বিষয়ের পরীক্ষা কলেজ শিক্ষকগণের ইনভিজিলেশনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

শিক্ষামন্ত্রণালয় পাবলিক পরীক্ষার মানোন্নয়নে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার আংশিক-অর্থাৎ 'একই প্রশ্নে' ৪ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তটি ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ সামনে নির্বাচন। এসময়ে পাবলিক পরীক্ষাসমূহে 'নকল'' প্রতিরোধে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের 'দিলে চোট' দেয়ার পক্ষে সরকারী ও বিরোধী দল আগ্রহ দেখাবে না মোটেও। বরং নকলের পক্ষে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সেদিকেই নজর দিবেন সুবিধাবাদী নেতারা। সচেতন জনগোষ্ঠীর ধারণা, মফস্বলে পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল প্রতিরোধে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের গৃহীত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সরকারের উচ্চতর মহলের গোপন হস্তক্ষেপেই ভেস্তে যাবে অনায়াসে। অথবা ঐ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ছাত্রছাত্রী ও অসচেতন ও অভিভাবকগণকে রাস্তায় নামাবেন স্বার্থবাদী নেতারাই। এজন্যেই সকল দেশে, সকল কালে প্রকৃত সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের এত প্রয়োজন।